আর তোমরা এর কিছু অংশ অস্বীকার করো

ইসলামের যে বিষয়গুলো বিভিন্ন কিতাবাদী ও গ্রন্থাবলীতে আটকে ছিলো, যা পাঠদান ও লেকচারের (তাত্ত্বিক আলোচনার) মধ্যে বন্দী ছিলো; দাওলাতুল ইসলাম সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছে মাত্র — মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার শরীয়াহ দ্বারা শাসন করেছে, যেন তারা শরীয়াহর ছায়াতলে জীবন-যাপন করতে পারে, যেভাবে মুসলিমরা জীবনযাপন করেছিলো ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে; শরীয়াহর কোন বিকৃতি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংকোচন ছাড়া। দাওলাহ মানুষকে এই শরীয়াহর দিকেই আহ্বান করেছে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এর প্রয়োগ দেখিয়েছে। ফলে অধিকাংশ মানুষ এর বিরোধিতায় নেমেছে, এবং সকল জাতী, সকল বাহিনী এর বিরুদ্ধে জোট গঠন করেছে।

তাহলে যারা দাওলাতুল ইসলামের প্রয়োগকৃত শরীয়াহ শাসন এর বিরোধিতা করেছিলো, তারা কি আল্লাহর অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ ইসলাম চায়? নাকি তারা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখে আর কিছু অংশ অস্বীকার করে? কেন তারা শরীয়াহ আইনের অধীনে যেতে চায় না? কেন তারা শরীয়াহকে সমস্যা মনে করে, সমাধান মনে করতে পারে না?! আবার কেন তারা নিজেদের এই (শরীয়াহ বিদ্বেষী) আক্বীদা স্বীকার করতে ভয় পায়?

إن المعترضين على تحكيم الشريعة الإسلامية اليوم، هم في حقيقة الأمر لا يرون أن أحكام الإسلام صالحة للتطبيق في عصرنا، وأن تطبيقها في القرون الأولى تم في حقبة لم تكن ظروف الناس وحياتهم كما هي عليه اليوم، بمعنى أنهم يرون الإسلام صالحا لزمان دون زمان، إلا أن أكثرهم لا يجرؤون على البوح والتصريح بهذا المعتقد الفاسد، وبدلا من ذلك يجهدون أنفسهم ليواروه بالجدالات العقيمة والأطروحات الفلسفية التي يطعّمونها أحيانا ببعض النصوص مع تحريف شديد لمعانيها؛ ليصدّروها للناس على أنها حجج من الشرع نفسه !، وكأنهم يقولون إن الشريعة تنادي بتعطيل الشريعة !! وللمثال على ذلك، لو أن وسيلة إعلامية معاصرة نقلت خبر غزوة بني قريظة التي ذبح فيها المسلمون رجال اليهود في سوق المدينة، ويتّموا أطفالهم، وسبوا نساءهم واغتنموا أموالهم، في مشهد عظيم من مشاهد تنكيل إمام المجاهدين ﷺ بالكافرين.

আজ যারা ইসলামী শরিয়াহ শাসনের বিরোধিতা করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে মনে করে না যে, ইসলামের আইন বর্তমান যুগে প্রয়োগযোগ্য। তাদের মতে, ইসলামের আইন প্রাচীন যুগে প্রয়োগ করা হয়েছিল এমন এক সময়, যখন মানুষের জীবনযাত্রা এবং পরিস্থিতি আজকের মতো ছিল না। তাদের মতে, ইসলাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য, সব সময়ের জন্য নয়। তবে তাদের অধিকাংশই এই ভ্রান্ত আক্বীদা প্রকাশ করতে সাহস পায় না। ফলে তারা নিজেদের আসল চেহারা গোপন করার চেষ্টা হিসেবে নানারকম অযৌক্তিক যুক্তি ও দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াতে থাকে, মাঝে মাঝে এর সাথে মিশিয়ে দেয় বিকৃত ব্যাখ্যাসম্পন্ন কিছু ধর্মীয় উদ্ধৃতি, যেন মানুষ এগুলোকে শরিয়াহর দলীল প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়! যেন তারা বলতে চায় শরিয়াহ নিজেই শরিয়াহ বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছে!! উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান মিডিয়াতে যদি বনু কুরাইযার যুদ্ধের খবরটি প্রচার করা হয়, যেখানে মুসলিমরা মদিনার বাজারে ইহুদী পুরুষদের হত্যা করেছে, তাদের শিশুদের এতিম (পিতৃহীন) করে দিয়েছে, তাদের নারীদের বন্দী করেছে এবং তাদের সম্পত্তি গনিমাহলব্ধ করেছে। এভাবে কাফেরদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার এক ঐতিহাসিক দৃশ্যের অবতারণা করলেন

ইমামুল মুজাহিদীন -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এ সংবাদটি কিভাবে তারা মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে? কেমন হবে তাদের বাচনভঙ্গি ? আর বিশ্লেষক, 'চিন্তাবিদ' ও 'মুফতিদের' কাছ থেকে আমরা কী শুনতে পাবো? তারা সেই গণহত্যার সাথে কি কি বিশেষণ যুক্ত করবে? এর সাথে জড়িতদেরকে তারা কি নামে ডাকবে? আর মুসলিমদের ছাড়া বাকি সবার অধিকারের জন্য বিশেষায়িত 'আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো' কি প্রতিক্রিয়া জানাবে?!

• বস্তুত অধিকাংশ মানুষেরই তাদের নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করা উচিত এবং কোন রাখঢাক ছাড়াই স্বীকার করা উচিত যে, তারা ইসলামকে চায় না। তারা সে ইসলাম চায় না -যে ইসলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যে ইসলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ বাস্তবায়ন করে গেছেন, যে ইসলামের ছায়াতলে জীবন-যাপন করেছেন ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমরা –রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর তিরোধানের পর খুলাফায়ে রাশেদার আমলে।

এই সৎ স্বীকারোক্তি দিয়ে তারা বিভিন্ন পরিভাষার মারপ্যাঁচে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং দার্শনিক, বস্তুগত ও কল্পনাপ্রসূত –সব যুক্তি দিয়ে ইসলামের বিধানসমূহকে আড়াল করার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসবে... যে সকল কুযুক্তিকে খুব উন্নত শিল্পকর্মে পরিণত করে বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারী বিভিন্ন তরীকাহ ও মতাদর্শের দায়ীরা। তারা নিজেদের পাপের বোঝা বহন তো করবেই, পাশাপাশি যাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে তাদের পাপের বোঝাও বহন করবে। তাদের অধিকাংশ লোকেরা এই আত্ম-স্বীকারোক্তি দিতে না চাওয়ার কারণ, হয়তো তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর অধীনতা স্বীকার করতে নারাজ!! তারা না ইসলামের অনুশাসন মেনে নিয়েছে, আর না আল্লাহর আদেশ মোতাবেক পরিপূর্ণভাবে এতে প্রবেশ করেছে। এটাই তাদের বাস্তবতা। ফলে তারা নিজেদেরকে কিছু একটা মনে করে, আর নিজেদের কুফরির স্বীকারোক্তি থেকে পালিয়ে বেড়ায়। যেন মানুষ জানতে না পারে, তারা ইসলামের কী ক্ষতি করছে, আর দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সামনে কী ভয়ানক বিপদ অপেক্ষা করছে।

কারণ যেটাই হোক, এর ফলে এই ধরনের ব্যক্তিবর্গ

বা সংগঠনগুলি মানুষের মধ্যে মিথ্যা যুক্তি দিয়ে বিতর্ক চালিয়ে যায় এবং তাদের কথার সাথে শরীয়াহর মাধুরি মিশিয়ে নেয়। অথচ এই শরীয়াহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা কাফের হয়ে বসে আছে –জেনে বুঝে কিংবা নিজের অজান্তে! এরাই বড় খতরনাক, কারণ এরা মুসলিমদের বেশভূষায় চলাফেরা করে; যারা তাদের অনুসরণ করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে, আর মানুষও তাদের দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়। তারা মানুষকে শরীয়াহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা ও তার বশ্যতা স্বীকারের আবশ্যকতা নিয়ে সংশয় তৈরী করে। কাজেই এরা বড় অপরাধী, এদের দায়ভার আরো বেশি।

যুগে যুগে শাসক ও জাহেলী সংগঠনের নেতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার তাগুতরা এই ভ্রান্ত যুক্তিবাদীদেরকে ব্যবহার করেছে, এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। লেখক, মিডিয়া একটিভিস্ট, বিশ্লেষক, চিন্তাজীবী ইত্যাদি নানা পোশার সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও শরীয়াহ বিদ্বেষী লোকেদেরকে তাগুতরা তাদের প্রয়োজন মতো বেছে নেয়। এদের সংখ্যা আজ কতই না বেশি। কারণ তারা ইসলামকে বিকৃত করে এমন একটি সংস্করণ উপস্থাপন করে, যা তাদের স্বার্থ ও রাজনীতিকে সমর্থন করে, জনগণকে জিহাদ থেকে বিরত রাখে এবং ইসলামের দৃশ্যমান কিছু আমল চর্চার মধ্য দিয়ে তাদের কলুষতাকে আবৃত করে রাখে। অতপর তারা দার্শনিক চিন্তাধারার চকচকে ফ্রেমে কিতাবের অংশবিশেষ অস্বীকার করার কুফরকে মানুষের সামনে পেশ করে – যা অন্তর্দৃষ্টিহীন বক্রপথের অনুসারীদেরকে আকৃষ্ট করে, ফলে তারা এই ধ্বংসাত্মক মতাদর্শে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।

দাওলাতুল ইসলাম সাম্প্রতিক সময়ে এবং আরো পূর্বে যখন নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছিলো, তখন এদের অনেকের কপটতা উদ্ঘাটিত হয় –যারা কিতাবের কিছু অংশ দিয়ে নিজেদের আড়াল করে আর কিছু অংশ অস্বীকার করে। এসময় তারা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্তরে লুকায়িত কুফর প্রকাশ করে দেয় এবং মানুষ তাদের আসল পরিচয় জানতে পারে। এটি জিহাদের অন্যতম বারাকাহ। কেননা জিহাদ এমন একটি ইবাদত, যা মুনাফিকদের ভিতরের জিনিস বাহিরে নিয়ে এসে তাদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্ত করে।

কুরআনের কিছু অংশে ঈমান আনা, আর কিছু অংশে কুফরি করা একটি পুরানো সমস্যা, পূর্বের জাতিরাও এই রোগে আক্রান্ত ছিলো। অর্থাৎ,

প্রাচীনকাল থেকেই হক-বাতিলের সংঘাতে তাদের উপস্থিতি বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ }

{তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরী কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। আর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।}

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, যারা কিতাবের কিছু অংশে কুফর করেছিল, তারা দাবি করত যে তারা সত্য অনুসরণ করতে আগ্রহী এবং তারা সত্যের সন্ধানী। আজকের দিনেও তাদের অনুসারীরা সেই একই বৈশিষ্ট্য লালন করে; তারা মিথ্যার দেয়ালে নিজেদেরকে আড়াল করে রাখে।

যারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও দলীয় স্বার্থের অনুকূলে শরীয়াহকে ব্যাখ্যা করতে চায়, যারা শরীয়াহকে নিজেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চায়, শরীয়াহর সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করে না, শরীয়াহর ছাঁচে নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজায় না। কিংবা যারা মনে করে, ইসলাম কেবল বান্দার সাথে তার রবের কিছু আধ্যাত্মিক সম্পর্কের নাম, রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই —তারাই প্রকৃতপক্ষে কুরআনের কিছু অংশে কুফরি করে, আর কিছু অংশে ঈমান আনে। তারা স্বীকার করুক বা না করুক। এবং (নিজেদেরকে সঠিক প্রমানের জন্য) তারা যত ভ্রান্ত যুক্তি বা কল্পিত স্বার্থের অজুহাত দেখাক না কেন। দিন যত যায় তাদের মুখোশ মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়।

পক্ষান্তরে একজন প্রকৃত মুসলিম, যে ইসলামের সমস্ত বিধান মেনে নিয়েছে, সে বিশ্বাস করে যে, যথার্থ সম্মান ও মর্যাদার সাথে তার রবের আদেশ পালন করার মধ্যেই যাবতীয় কল্যাণ নিহিত; আর কথিত কাল্পনিক কল্যাণ-অকল্যানের হিসাব নিকাশ না করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা-ই তার জন্য অধিক উত্তম। যদিও এই কল্পিত কল্যাণ-অকল্যাণকে পুঁজি করে নিজেদেরকে পণ্ডিত মনে করা বহু ইসলামিস্ট আল্লাহর এমন সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে যা তাদের রোগাক্রান্ত নফস গ্রহণ করতে চায় না, যা তাদের স্থুলবুদ্ধির মাথায় ধরে না।

আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং এই দ্বীন ছাড়া অন্য কিছু আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হবে না। এই দ্বীনের নাম ইসলাম, যার রয়েছে নিজস্ব আক্বীদা ও শারীয়াহ – আক্বীদার উপর ভিত্তি করে তৈরী হয় আল-ওয়ালা এবং আল-বারা তথা, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা; আর শরীয়াহ দ্বারা মানুষ শাসিত হয় এবং সফলতা ও মুক্তির পথে এগিয়ে যায়। এই দ্বীন পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড। যে এর পুরোটার উপর ঈমান আনে, সে-ই মুসলিম। এর বাহিরে যারা আছে তারা হয় সম্পূর্ণ ইসলামটাকেই অস্বীকার করে কিংবা এর অংশবিশেষ অস্বীকার করে। উভয়টি কুফর এবং ইসলামের পরিপন্থী। এবার তারা এটাকে যে নামেই ডাকুক, আর যে কারণ বা যুক্তি-ই পেশ করুক।

{ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }.

{আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।}